শরী'আতের আলোকে

জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

মূল : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

Contents

শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

মূল (আরবী) : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (জন্ম : ১৯৩৯ খৃ.) রচিত مشروعية العمل الجماعى-এর বঙ্গানুবাদ 'শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা' পুস্তিকাটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।* ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ ধারাবাহিকভাবে ৩ কিস্তিতে (ডিসেম্বর'১৮-ফেব্রুয়ারী'১৯) পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান এ পুস্তিকাটিতে সম্মানিত লেখক জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন তথা সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি সাবলীলভাবে দলীল-প্রমাণসহ আলোচনা করেছেন।

ভূমিকা বাদে এতে মোট ৭টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় সম্মানিত লেখক জামা'আত বা সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। জামা'আত বা সংগঠনের একজন আমীর থাকার স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টিও তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। ২য় অধ্যায়ে শরী'আতের আলোকে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, ৩য় অধ্যায়ে শাসক বা নেতার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ৪র্থ অধ্যায়ে ফরযে কিফায়াহ সম্পাদনে শাসক ও জনগণ উভয়ের দায়বদ্ধতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শারঈ বিধান প্রয়োগবিধির কথা আলোচনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী বিশ্বে দাওয়াতী সংস্থা ও সংগঠন সমূহের অবদান আলোচিত হয়েছে। এতে বর্তমানে মানুষের কাছে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত প্রচারে ও মুসলিম নবজাগরণে ইসলামী সংগঠন সমূহের অবদান যে অনস্বীকার্য তা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে সংগঠন করা হারাম মর্মে ফৎওয়া প্রদানকারীদের ভ্রান্তি ও কূপমণ্ডুকতা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এধরনের ফৎওয়া প্রদানের কারণ সমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটির শেষ দু'টি অধ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন জনতা একটি বিশেষ লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হ'লেই তাকে 'জামা'আত' বলে। জামা'আত গঠনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। মসজিদ ভর্তি মুছল্লী থাকলেও যদি ইমাম না থাকে, তাকে

যেমন জামা‘আত বলা হয় না। তেমনি মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও ‘ইমাম’ বলা হয় না। সেকারণ তিনজনে একটি সফরে বের হ’লেও সেখানে একজনকে ‘আমীর’ নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামা‘আতে ছালাত হ’ল জামা‘আতবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের অংশ। জামা‘আত চলা অবস্থায় ইমামের আনুগত্য না করলে যেমন মুক্তাদীর ছালাত কবুল হয় না, জামা‘আতবদ্ধ জীবনে আমীরের আনুগত্য না করলে হাদীছের ভাষায় তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু তথা বিশৃংখলিত অবস্থায় মৃত্যু। জামা‘আতবদ্ধ জীবন মানুষের স্বভাব ধর্মের অংশ। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়। মোটকথা আমীর মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমীর ব্যতীত সঠিক ইসলামী সমাজ কায়েম হওয়া অকল্পনীয়। যে জামা‘আত বা জনগোষ্ঠীর আমীর নেই সেই জামা‘আতের উদাহরণ হ’ল ঐ লাশের মতো যার মাথা নেই। মাথা ছাড়া দেহ যেমন অচল, আমীর বিহীন জামা‘আতও তেমনি অকার্যকর।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ’লে মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাক বা না থাক মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে সর্বাবস্থায় জামা‘আত ও ‘আমীর’ থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ‘তোমাদের উপর জামা‘আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ’ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ’ল’ *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হ’ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ’ল আযাব’ *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*।

অথচ বর্তমানে কিছু ব্যক্তি সংগঠন করা হারাম মর্মে ফৎওয়া দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এ ধরনের ফৎওয়া প্রদান নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও ঝুঁকি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার মানসিকতা বৈ কিছুই নয়। অথচ ভীরু ও কাপুরুষকে দিয়ে কখনো দ্বীন কায়েম হয় না। তারা আরো যুক্তি দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সংগঠন ছিল না। অতএব তা বিদ‘আত। এরূপ ধারণা কূপমণ্ডুকতা ছাড়া কিছুই নয়। এ জাতীয় ফৎওয়া উদ্ভাবনের কারণ সমূহের মধ্যে একটি হ’ল জামা‘আতে ‘আম্মাহ ও জামা‘আতে খাছ্ছাহ-এর মধ্যে পার্থক্য না করা। মূলতঃ জামা‘আত দুই প্রকার। ১. ‘জামা‘আতে আম্মাহ’ বা ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন এই পর্যায়ে পড়ে। এই সংগঠনের আমীর হবেন আমীরুল মুমিনীন, যিনি ইসলামী বিধান মতে

প্রজাপালন করবেন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন। এই ইমারতকে 'ইমারতে মুলকী' বা রাষ্ট্রীয় ইমারত বলা হয়ে থাকে। অমুসলিম দেশে এই 'ইমারত' কায়েম করা প্রায় অসম্ভব। ২. 'জামা'আতে খাছ্ছাহ্' বা বিশেষ সংগঠন। দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং দ্বীনদারদেরকে সংগঠিত করার জন্য কোন স্থানে তিনজন মুমিন থাকলেও তাদেরকে নিয়ে এই ধরনের জামা'আত গঠন করা অপরিহার্য। এই জামা'আত যত বড় হয়, তত ভাল। রাষ্ট্রের পক্ষে খুছূছী দাওয়াত প্রায় অসম্ভব। এর পরেও বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে অনৈসলামী বিধান মতে শাসিত হচ্ছে এবং কোটি কোটি মুসলমান অমুসলিম দেশে বাস করছেন, সেখানে বিশেষ জামা'আতগুলির নিরন্তর দাওয়াত ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমেই 'দ্বীন' জনগণের মাঝে টিকে আছে বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। বিশেষ জামা'আতের 'আমীর' শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন না। কিন্তু তিনি অবশ্যই শারঈ অনুশাসন কায়েম করবেন এবং স্বীয় মামূরকে সর্বদা দ্বীনের পথে ধরে রাখতে প্রচেষ্টা চালাবেন।

সংগঠন বিরোধীরা যুক্তি দেখান যে, সংগঠন করলে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। অথচ এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। হিংসা-বিদ্বেষ সর্বত্রই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। তা সংগঠনে হোক আর ব্যক্তি বিশেষে হোক। তাইতো লেখক আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেকের জিজ্ঞাসা, وَهَلْ مَاتَ الْبُخَارِىُّ رَحِمَهُ اللهُ إِلاَّ مَحْسُوْدًا مَطْرُوْدًا؟ 'ইমাম বুখারী (রহঃ) কি হিংসার শিকার ও স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রবাসে মৃত্যুবরণ করেননি'?

সম্মানিত লেখক যুগের চাহিদা ও দাবী অনুযায়ী সংগঠন বিষয়ে সৃষ্ট ধূম্রজাল দূরীকরণার্থে কুরআন ও হাদীছের আলোকে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিখে সমাজের যে খেদমত করেছেন, মহান আল্লাহ যেন তার জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন!

জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে সংগঠন করা যাবে না মর্মে সমাজে সৃষ্ট ফিৎনা দূরীভূত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর লেখক ও অনুবাদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক ১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মিসরের মানূফিয়া যেলার 'আরাব আর-রম্‌ল' (عرب الرمل) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়েমেনের আলে যুহায়ের গোত্রে তাঁর বংশের শেকড় প্রোথিত। পরবর্তীতে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইয়েমেন থেকে মিসরে হিজরত করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক জন্মসূত্রে মিসরীয় হ'লেও ১৯৬৫ সাল থেকে কুয়েতে বসবাস করে আসছেন। ২০১১ সালের ৩১শে অক্টোবর এক সরকারী নির্দেশে তাঁকে কুয়েতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। সালাফী পরিবারেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

نشأت-يوم نشأت-وفتحت عيني على العقيدة السلفية والدعوة السلفية، فإن أبي رحمه الله كان سلفي المعتقد-

'আমি জন্মলগ্ন থেকেই সালাফী আক্বীদা ও সালাফী দাওয়াতের উপরে গড়ে উঠেছি। কেননা আমার পিতা সালাফী আক্বীদার মানুষ ছিলেন' *(ছাফাহাত মিন হায়াতিন দাঈয়াহ, পৃ. ২৩)*।

শিক্ষাজীবন : তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী (العالمية) লাভ করেন। এখানে তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে শায়খ আলবানী (রহঃ), শায়খ বিন বায (রহঃ), শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী (রহঃ), শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বান্না, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ এবং শায়খ আব্দুর রহমান আদ-দাওসিরী (রহঃ) অন্যতম।

কর্মজীবন : তিনি ১৯৬৫-১৯৯০ সাল পর্যন্ত কুয়েতের বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। কুয়েতের সালাফী সংস্থা 'জমঈয়াতু ইহ্‌ইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী'-তে তিনি গবেষক হিসাবেও কর্মরত ছিলেন।

লেখনী : তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ যাবত তার ৬১টি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আল-উছূলুল ইলমিইয়াহ লিদ-দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ। 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' শিরোনামে অত্র পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর (অবঃ) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। যা ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০১৬ সালে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। এছাড়া আর-রাদ্দু আলা মান আনকারা তাওহীদাল আসমা ওয়াছ-ছিফাত, আত-তরীকু ইলা তারশীদি হারাকাতিল বা'ছিল ইসলামী, ফুছূল মিনাস সিয়াসাতিশ শারঈইয়াহ ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ, আছারুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল-মাওযূ'আহ ফিল আক্বীদাহ, মাশরূইয়াতুল আমাল আল-জামাঈ, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ওয়াল-আমালুল জামাঈ, উছূলুল আমালিল জামাঈ, আস-সালাফিইয়ূনা ওয়াল আইম্মাহ আল-আরবা'আহ রাযিআল্লাহু আনহুম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বিশ্বে যে ক'জন সালাফী বিদ্বান স্বীয় ইলমের কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তন্মধ্যে শায়খ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক অন্যতম। সাবলীল ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থগুলি বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আক্বীদা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জামা'আত-সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহ মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই মহামানবের উপর, যিনি বিশ্ববাসীর জন্য করুণা ও পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত, যিনি আদম (আঃ)-এর বংশধরদের নেতৃপদে বরিত এবং সৌভাগ্যবানদের নেতা হিসাবে স্বীকৃত। আরও করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর পথের পথিকদের উপর।

আমাদের কিছু ভাই যারা কি-না কেউ শিক্ষার্থী, কেউ বিদ্বান, আবার কেউ বিদ্বান নন কিন্তু বিদ্বান হওয়ার দাবীদার, তারা বলে বেড়ান যে, জিহাদ শুধুই মুসলমানদের সার্বজনীন শাসকের অধীনে বৈধ। কোন জামা'আত বা দলের ছায়াতলে জিহাদ করা বৈধ নয়। আর ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত প্রত্যেকটি জামা'আত বা দল চাই তা জিহাদের নামে গঠিত হোক অথবা ইসলাম প্রচারের জন্য গঠিত হোক কিংবা সমাজ কল্যাণের নামে হোক কোনটাই শরী'আতসম্মত জামা'আত বা দল নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জুড়ে ইসলাম প্রচারের নামে যত জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- যেমন সালাফী জামা'আত, তাবলীগ জামাত, আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন ইত্যাদি সবগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদী জামা'আত বা দল। এগুলো গঠন করাও যেমন জায়েয নয়, তেমনি এদের সাথে কাজ করাও বৈধ নয়। তাদের এসব কথা আমি নিজ কানে খুব মনোযোগের সাথে শুনেছি।

এদের কারো কারো টেপরেকর্ড থেকে আমি নিজ কানে এ কথাও শুনেছি যে, এসব জামা'আত বা দল মু'তাযিলা ও খারেজী নামক বাতিল ফিরক্বাগুলোর নতুন সংস্করণ। কেননা এরাও দল খাড়া করে মুসলিম শাসক ও মুসলিম জামা'আতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

তারা এটাও দাবী করছে যে, আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতদাতা এসব জামা'আত বা দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে নেই; তারা বরং তা থেকে বিচ্যুত।